INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভারতীয় নীতিদর্শনে মনুষ্যেতর প্রাণীর মর্যাদা: একটি অনুসন্ধান

*** স্বপন বাগ**

https://doi.org/10.5281/zenodo.21054730

সারসংক্ষেপ

আমরা সাধারণত মনে করি যে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র কেবল মানুষের সঙ্গে মানুষের নৈতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তা কিন্তু নয়, বরং ভারতীয় নীতিশাস্ত্র মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর নৈতিক সম্পর্কের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে আলচনাকরে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের পরিচয় পাই বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং বিভিন্ন মহাকাব্যগুলি থেকে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনুষ্যেতর প্রাণীরা কেবল মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, তাদেরও নৈতিক অধিকার আছে, তারাও স্বতঃমূল্যের অধিকারী। এই ভাবনাটি ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অহিংসা নীতিতত্ত্ব অনুসরণের মাধ্যমে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি হিংসা অপসারিত হয়। আবার বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র অনুসারে (Metta) অর্থাৎ সর্বগ্রাসি প্রেম দ্বারা জীবকূলকেও নৈতিকতার সীমানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপেও মনুষ্যেতর প্রাণীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি অন্যমাত্রা দিয়েছে। যেমন দেবী দুর্গার বাহন রূপে সিংহ, কার্তিকের বাহন রূপে ময়ূর, গণেশের বাহন রূপে মূষিক, লক্ষীর বাহন রূপে পেঁচক এবং সরস্বতীর বাহন রূপে হংস- এই বিষয়গুলি প্রতীকি হলেও এদের তাৎপর্য অসীম। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ- এই তিন ক্ষেত্রকেই বন্দনা করা হয়েছে বাহন সমূহের কল্পনা করে। বলা হয়েছে মানুষকেও তার কর্মপথে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই মনুষ্যেতর প্রাণীর সাহায্যের প্রয়োজন। এ কথা বলা যায় যে, ভারতীয় সমাজ জীবনের সঙ্গে প্রাণীকুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতীয় নীতিশাস্ত্র কে অনন্যতা দান করেছে। আমার এই প্রবন্ধে ভারতী নীতিশাস্ত্রে প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়টি তুলে আনার চেষ্টা করব।

মূলশব্দ: নৈতিক, চেতনা, মানব, জ্ঞান, ঐশ্বরিক, স্বতঃমূল্য

**গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

নৈতিক চেতনা মানব জ্ঞানের এক অনস্বীকার্য সত্য। সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ও কর্মের জন্য নৈতিক সংবেদনশীল হওয়া আবশ্যক এবং এই ধারণাটি আসে ভারিতীয় নীতিশাস্ত্র থেকে। এমনকি দেবতারাও সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অবতার রূপ গ্রহণ করেন এবং ধর্মযুদ্ধের দ্বারা সমাজের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। যুগে যুগে অনেক ঋষি, মুনি এবং দার্শনিকরা নৈতিকতার যৌক্তিক জ্ঞানের প্রতি আস্থা রেখেছেন। বিভিন্ন শাস্ত্র গুলিতে মনুষ্যেতর প্রাণের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আমরা যজুর্বেদের একটি শ্লোকের কথা উল্লেখ করতে পারি-

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা ভূতানি সমীক্ষন্তম্।

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বানি ভূতানি সমিক্ষে মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।।[i] (যজুর্বেদ ৩৬/১৮)

অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে বন্ধু, প্রেম এবং সহানুভূতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যেন বজায় থাকে। সমস্ত প্রাণী জগৎ আমাকে যেন বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখে, আমিও যেন সমগ্র প্রাণীকুলকে বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখি। আমরা যেন একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রীতি, বৈষম্যহীন ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে পারি। যজুর্বেদে এই শ্লোকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় নীতি শাস্ত্রের মতে, মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি থেকে আমরা তার নিদর্শন পাই এবং প্রাচীনতম ভারতের সভ্যতার নিদর্শন থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া অনেক বৈদিক শ্লোকে পশুদের নাম রাখা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ব্যাং, পাখি, গরু, প্রভৃতি প্রাণী। মহাভারতের স্বর্গ রোহণ পর্বে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুকুরের যাত্রা এক আশ্চর্য নিদর্শন (ধর্মরাজের ছলনা)

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুক্কুররূপেতে।।[ii]

'তাহলে আমি স্বর্গে যেতে চাই না'। কুকুরটি আমার বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল সমগ্র যাত্রাপথে। আমি তাকে ত্যাগ করতে পারিনা। সে আমার সাহায্য চেয়েছিল আমি তাকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়েছি। তার দুঃখের তুলনায় স্বর্গের সুখ আমার কাছে কিছুই না। তাকে ত্যাগ করার মত কোন দোষ সে করেনি, যদি সে স্বর্গে নাযাওয়ার যোগ্য হয়; তবে আমিও নই। এবং সত্যই কুকুরটি ধর্মরাজ দেবতার রূপ ধারণ করেন, যুধিষ্ঠিরকে তাঁর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠার জন্য আশীর্বাদ করেছিলেন। এই কাহিনীটা আমাদের জোর দিয়ে বলে যে, যেকোনো প্রাণীর ক্ষতিকরা একটি অন্যায় কাজ এবং প্রতিটি জীবের প্রতি ন্যায়পরায়ন আচরণ অনুসরণ করা আবশ্যিক। প্রত্যেকটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বর্তমান।

কুমার স্বামির মতে- "To humanity, in it first morning- hours, there seemed to be in the Animal something of the divine"[iii]। অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে ঐশ্বরিকতার কিছু অংশ আছে।ভারতীয় নীতিশাস্ত্র হিন্দুদের প্রকৃতিও বন্যপ্রাণীদের ভালোবাসতে শেখায়। প্রাণীদের জীবন ও মঙ্গল কে মানুষের সমতুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পুরাণ, মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং জাতক কাহিনীর অনেক পর্বে পিঁপড়ে থেকে হাতি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর চরিত্রের দেখা মেলে। তারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি হরিণই লঙ্কাপুরীর রাজা রাবনাসুরকে সীতা দেবীকে অপহরণ করতে সাহায্য করেছিল। বানরেরাই শ্রীরামকে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে রাবনাসুরকে বধ করে সীতা দেবীকে ফিরেয়ে আনতে সাহায্য করেছিল। চিল-পাখি জটায়ু, হনুমান ও অন্যদের সীতা দেবীর অবস্থান জানিয়েছিলেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁর দশটি অবতারের মধ্যে মৎসাবতার, কূর্মাবতার, বরাহবতার এবং নরসিংবতার (মানুষ+সিংহ) রূপ ধারণ করেছিলেন। দেবতাদের বাহন সকলেই পশু ও পাখি। পদ্মপুরাণে ভাগবদগীতার প্রতিটি অধ্যায় পাঠের

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

উপকারিতা বিভিন্ন পর্বের আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বে পাখি ও পশুদের খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও নিজেকে পশু ও পাখীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন- অশ্বদের মধ্যে আমি উচ্চ (রাজকীয় অশ্বের নাম), হস্তীদের মধ্যে ঐরাবৎ, গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু নামক কল্পতরু। সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীকুলের মধ্যে বৈনতেয় (গরুড়)। মৎস্যদের মধ্যে আমি হাঙর।[iv] (গীতার দশম অধ্যায় ২৭-৩১ শ্লোক)

জাতকের (গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী) গল্প কাহিনী গুলি আজও ভারতীয় দের কল্পনায় পশুদের প্রতি এক অনন্য সহানুভূতি রয়েছে। পুরুষ বা বালক সে শান্তশিষ্ট হোক বা সরল, যেমনি হোক না কেন, ইন্দুর বা কাঠবেড়ালির কোন গল্প বলার সময় সেই যে প্রাণীটিকে দেখেছে, তার ভাষা দিয়েই গল্পটি চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সহজাত ভাবেই এটা ধরে নেওয়া হয় যে, প্রাণীদের চিন্তাভাবনা না থাকলেও, অন্তত তাদের মৌলিক অনুভূতিগুলো আমাদেরই মতো। জাতক কাহিনীতে গৌতম বুদ্ধের কয়েকটি অবতার এবং তাঁর একটি পূর্বজন্মের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পগুলোর বেশিভাগই চরিত্রগুলো শুধুমাত্র পশু ও পাখি এবং এগুলি গৌতম বুদ্ধের দ্বারা পশু পাখিদের প্রদত্ত গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। "And it is here, surely, in this swift interpretation, in this deep intuition of kinship, that we find the real traces of the temper that went to the making long ago of Buddhism and Jainism, the gentle faiths"[v]। অর্থাৎ ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে প্রাণী ও মানুষের সম্পর্কে গভীর আত্মীয়তার অনুভূতির বিশ্বাসগুলি গড়ে উঠেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দিকে রাজপুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য সংকলিত পঞ্চতন্ত্রের (বিষ্ণুশর্মা) প্রাণীদের চরিত্র গুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই বর্ণময় গল্পগুলো উপকথার মাধ্যমে সুশাসন এবং জননীতির নীতি শিক্ষা দেওয়া হতো। চরিত্রগুলোর মধ্যে যেসব প্রাণীরা রয়েছ সেগুলি হলো, পায়রা, কাক, বানর, সারস, সাপ, কাঁকড়া, শিয়াল, মাছ, বাঘ, বেজি, প্রভৃতি প্রাণী। প্রতিটি প্রাণীকে ব্যাক্তি স্বরূপ ভালো বা মন্দ উভয় দেখানো হয়েছে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ যেমন কষ্ট না পাওয়া ও ভালোভাবে থাকা এবং আকাঙ্ক্ষা ও ন্যায় বা অন্যায়ের প্রতিরোধ করার প্রবনতা দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। "Humans and others share the world equally in the Pancatantra, and they are all governed by the same natural laws"।[vi]

এই গল্পগুলিতে মনুষ্যেতর প্রাণীদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ করুনা ও অহিংসাকে জীবনের বৃহত্তর জগতে প্রসারিত করতে বলছে। এই পশু চরিত্রগুলো থেকে আমাদের নৈতিক শিক্ষা লাভ করার কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং সকলেই প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাণীদের যেকোনো সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা হয় এবং আমাদের থেকে ভিন্ন নয় এমন ব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাই কুমার স্বামীর মতে প্রত্যেকটা প্রাণী জ্ঞানের ভান্ডার। "And who could tell what was the store of wisdom garnered behind the little old face of the grey ape out of the forest, or hoarded by the coiled snake in her hole beside the tree?"[vii]

'রামায়ন' এই প্রাচীন মহাকাব্যে অনেক প্রানবন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীদের চরিত্র রয়েছে, এরা অনেক দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ করেছে। বানর সম্প্রদায় রামকে সাহায্য করেছিলো সীতা দেবীকে লংকাপুরি থেকে উদ্ধার করার জন্য। রামায়নের ১১১ নং পর্ব (লঙ্কাকাণ্ড) থেকে জানা যায় যে, বানর সমাজের নিজস্ব নৈতিকতার বিধি রয়েছে, যা মানুষের নৈতিক বিধি থকে স্বতন্ত্র। যদিও অনেক দিক থেকে তা একি রকম। R K Narayan এর মতে "Beings endowed with extraordinary intelligence, speech,

immeasurable strength and nobility, and were of godly parentage too"।[viii]

রাম (ভগবান রামচন্দ্র), বানর রাজ এবং তার সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করতে পেরেছিলেন। বীর হনুমান নিজের অপরিময় জ্ঞান এবং শারীরিক শক্তি উভয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও রামকে সাহায্য করার মাধ্যমে দেবত্ব লাভ করেন। বানর সম্প্রদায় লঙ্কাপুরি যাওয়ার জন্য একটি সেতু নির্মাণের বেশিরভাগ কাজ করেছিলেন। যেখানে অপহৃত সীতাদেবীকে রাক্ষস রাজা রাবণ আটকে রেখেছিলেন। বানর ছাড়া যে সমস্ত প্রাণী গুলো রামকে সাহায্য করেছেন তারা হলো ভাল্লুক (জাম্বুবান), পাখি (জটায়ু), কাক (কাকভুষুন্ডি), হরিণ। বাল্মিকী রামায়ণে প্রায় ১৮২ প্রজাতির গাছপালা এবং বহু বন্যপ্রাণীর সঠিক বিবরণ রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, রামায়ণ কেবল পৌরাণিক কাহিনী নয় বরং ভৌগোলিকভাবে সঠিক মহাকাব্য। আবার হনুমানের প্রভু ভক্তি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে R. K. Narayan বলেন- "Hanuman is said to be present wherever Rama's name is even whispered. At a corner of any hall, unnoticed, he would be present whenever the story of Rama is narrated to an assembly. He can never tire of hearing about Rama, his mind having no room for any other object. The traditional narrator, at the beginning of his story-telling, will always pay a tribute to the unseen Hanuman, the god who had compressed within himself so much power, wisdom, and piety. Hanuman emerges in the Ramayana as one of the most important and worshipful characters; there is a belief that to meditate on him is to acquire immeasurable inner strength and freedom from fear".[ix] রাম বানররাজ এবং তার সম্প্রদায়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি অনুভব করেছিলেন।

বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণীদের হিন্দুধর্মে দেবতাদের বাহনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যার সংবেদনশীল সত্তা এবং এক পবিত্র মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে, বিশেষত, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে প্রত্যেক দেবতাদের একটি বা তার বেশি নির্দিষ্ট প্রাণীকে বাহন হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই বাহন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো 'যা বহন করে' বা 'যা টানে'। এই বাহনগুলো বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাবহারিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, যা প্রত্যেক দেবতাকে বহন করে এবং তার প্রতীকী হিসেবে কাজ করে। বাহনগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, দেবতাদের সংশ্লিষ্ট প্রাণী ছাড়া খুব কমই চিত্রিত করা হয়। বাহনগুলি কখনো কখনো স্বাধীনভাবে কাজ করে বা তারা দেবতাদের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে কাজ করে। হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্যে মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা নেই। দেবতারাও তাঁদের দেবকার্য সম্পাদনের সময়ে বিভিন্ন মানুষ্যেতর প্রাণীর রূপ ধারণ করেন। যেমন মহাদেব শিব দেবতার কথা বলতে গিয়ে Embree বলেন যে, " The great God shiva assume form of man of ghosts and spirits and of all aquatic animals.... He assumes the forms of tortoises and fishes and conchs. He it is that assumes the forms of those coral sprouts that are used as ornaments by men. Indeed, the illustrious god assumes the forms of all creatures too that live in holes. He assumes the forms of tigers and lions and deer, of wolves and bears and birds, of owls and of jackals as well. He it is that assumes the forms of swans and crows and peacocks, of chameleons and lizards and storks.... He it is that assumes the form of Shesha (the

snake), who sustains the world on his head".[x]

এছাড়াও আমরা শ্রীবিষ্ণু দেবতাকে মাছ, কচ্ছপ, বরাহ, নরসিংহ প্রাণীরূপও ধারণ করতে দেখেছি। প্রতিটি প্রাণী ভালো, মন্দ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে গৃহীত একটি রূপ।

মহাদেব শিবের বাহন হলো নন্দী (ষাঁড়)। নন্দী হলেন শক্তি, ধৈর্য এবং ধর্মের প্রতীক এবং মহাদেবের অনুগত বাহন, দ্বাররক্ষী, প্রধান অনুচর। প্রত্যেক শীব মন্দিরে নন্দীকে শীব লিঙ্গের দিকে মুখ করে বসে থাকতে দেখা যায়।

মুষিক বা ইঁদুর হলে গণেশের বাহন। ভগবান গণেশের অনন্য এবং প্রতীকি বাহন জ্ঞান এবং নতুন সূচনার দেবতা। আপাতদৃষ্টিতে ইঁদুরের সঙ্গে গণেশের সম্পর্ক অদ্ভুত মনে হতে পারে, তবে এই সম্পর্কটি গভীর দার্শনিক এবং ঐতিহ্যগত। ইঁদুর মানব মনের প্রতিনিধিত্ব করে এবং কিভাবে আমাদের চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তা উল্লেখ করে। আমাদের অহংকার এবং আবেগ যখন বাড়তে থাকে তখন আমাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। গণেশের বাহন ইদুর, প্রতিকী আমাদের পরামর্শদেয় আকাঙ্ক্ষা (ইদুর) কে অবশ্যই জ্ঞানের পাদদেশে (গণেশের) থাকতে হবে, এর উপরে নয়। (গণেশপুরান)

সিংহ হল দেবী দুর্গার গৌরবান্বিত এবং শক্তির শক্তিশালী ঐশ্বরিক বাহন। সিংহ সাহস, আধিপত্য, বিনাশ এবং হিংস্রতার প্রতিনিধিত্ব করে। দেবী দুর্গা হিন্দু ধর্মের নারী সুলভ মহাজাগতিক শক্তি। সিংহের প্রতীকির মধ্য দিয়ে অনিয়ন্ত্রিত শক্তিকে কাজে লাগানো এবং ধর্মের মহাজাগতিক শৃঙ্খলা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ শক্তিকে জয় করা

দেবী লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক। হিন্দুপুরানের মতে লক্ষী হল সম্পদের দেবী তার বাহন হলো পেঁচক। এই মনুষ্যেতর প্রাণীটি শান্ত নিশাচর এবং রহস্যময়। দেবী লক্ষীর সঙ্গে পেঁচার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করে এবং পুরাণ মতে পেঁচা প্রজ্ঞা, সতর্কতা এবং গুপ্ত অনুসন্ধান করার ক্ষমতার প্রতীকি প্রতিনিধিত্ব করে। অর্থাৎ সম্পদকে সচেতন এবং যত্নের সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমৃদ্ধির মধ্যে প্রজ্ঞা রয়েছে।

দেবী সরস্বতীর বাহন হল হাঁস যা প্রজ্ঞা, শিক্ষা, সঙ্গীত, ও শিল্পকলার অর্থ প্রকাশ করে। হাঁস ঐশ্বরিক গুণাবলীর সাথে জড়িত একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক এবং গভীর বিচক্ষণতার প্রতিক। হাঁস কেবল সরস্বতীর একটি সুন্দর সঙ্গী নয়, অভ্যন্তরীণ সত্য এবং মুক্তির পথের একটি গভীর প্রতীকও গড়ে তোলে।

ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্রে যে 'অবতারের' বা 'বাহনের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আসলে মনুষ্যেতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক গুরুত্বকে বোঝানো হয়েছে। এই বক্তব্যের দ্বারা প্রাণীদের মূল্য বোঝাতে চেয়েছে যা বর্তমানে প্রাণী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে মহাকাব্য গুলিতে প্রাণীদের প্রতি ঐশ্বরিক ধারণা আরোপ করা হয়েছে তাদের স্বতঃমূল্যকে বোঝানোর জন্য। যা বর্তমানে আধুনিক কালের প্রাণী অধিকারবাদের 'নরাত্বারোপ' (Anthropomorphize) ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নরাত্বারোপ হলো সেই রূপ যেখানে অমানুষিক বস্তুর উপর মানসিক বৈশিষ্ট্য গুলি আরোপ করে তাদের মূল্যবোধকে সঠিকভাবে বোঝাতে সক্ষম করে। টম রেগানের মতে- "To anthropomorphize is not to talk nonsense; what is said is intelligible, and there is a point to saying it; it is just that what is said is not literally true. To anthropomorphize is to make more of the object spoken of than it really is. It is to speak of it as if it were humanlike, when it is not"[xi]। অর্থাৎ ভারতীয় নীতিশাস্ত্র আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট করে যে মানুষের মতো মনুষ্যেতর প্রাণীরা বাঁচতে চায় এবং সুরক্ষিত

থাকতে চায়। আমাদের কোন নৈতিক অধিকার নেই তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথে বাধ হয়ে দাঁড়ানো। সকলেই দৈহিক মানসিক সত্তা বিশিষ্ট প্রাণী। আমরা মানুষ বলে আমরা অন্য প্রজাতির (হোমস্যাপিয়েন্স) অন্তর্গত, মনুষ্যেতর প্রাণীরা আমাদের প্রজাতির মধ্যে পড়ে না। এই ধারণাটি প্রত্যাখান করেছে ভারতীয় নীতিশাস্ত্র।

[i] যজুর্বেদ ৩৬/১৮

[ii] মহাভারত, স্বর্গারোহণ পর্ব, কাশীরাম দাস, বাংলা E-বই, ২০২১, পৃ-২৬

[iii] Coomaraswaamy, K. Ananda, & Sister Nivedita, Myths of the Hindus and Buddhits, Groge G. Harrap, London, 1914 , P-16

[iv] গীতার দশম অধ্যায় ২৭-৩১ শ্লোক

[v] Coomaraswaamy, K. Ananda,& Sister Nivedita, Myths of the Hindus and Buddhists, , Groge G. Harrap, London, 1914, P-14

[vi] Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water, Ed. Christopher Key Chapple and Mary Evelyn Tucker, Cambridge, 2000, P-107.

[vii] Coomaraswaamy, K. Ananda,& Sister Nivedita, Myths of the Hindus and Buddhists, , Groge G. Harrap, London, 1914, P-14.

[viii] R K Narayan, The Ramayana, Penguin Classic, New York, 1972, P-106.

[ix] (R. K. Narayana, P-174)

[x] , Embree, T. Ainsie, The Hindu tradition reading in oriental thought, New York, Vintage, 1972, P-374.

[xi] Regan, Tom. The Case for Animal Rights, California Press, U.S, 1983, P-6.